

তর্পণ কি?

ভারতকোষ অনুযায়ী “ জলের দ্বারা কৃত পতিপুরুষ এবং দেবতাদের তৃপ্তিবিধায়ক একটি অনুষ্ঠান”, একে অনেক পতিযজ্ঞও বলে থাকেন। এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবি প্রমুখ দেবতা, সনক-সনন্দ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, সপ্তর্ষি, চতুর্দশ যম ও দ্বাদশ পূর্বপুরুষ (পতি, পতিমহ, প্রপতিমহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পতিমহী, প্রপতিমহী, মাতামহী, প্রমাতামহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী) এবং ত্রিভুবনের উদ্দেশ্যে জল দেওয়া হয়। পতিপক্ষের সময়, তলিতর্পণ অনুষ্ঠিত হয়., অর্থাৎ তলি-মশোনো জলে তর্পণ হয়। তর্পণ শাস্ত্রমতে নতিযকর্তব্য, তবে আজকরে এই জটে যুগে রোজ বাপ-ঠাকুরদাদরে স্মরণ করা সম্ভব হয় না বলে, লোকে পতিপক্ষে এবং বিশেষ করে - সর্বপতি অমাবস্যায়. (যে দিনটিকে আমরা ‘মহালয়া’ বলে থাকি) তলিতর্পণ করাই পতিকৃত্য সরে থাকে।

এই সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প আছে – মহাভারতের যুদ্ধের সময়ে মহাবীর কর্ণের আত্ম স্বর্গে গেলে খাবারের পরবর্ত্তে তাঁকে শুধুই খেতে দেওয়া হল সোনা, আর অনেককমের ধনরত্ন। কর্ণ অবাক হয়ে এর কারন জিজ্ঞেসে করনে ইন্দ্রকে (মতান্তরে যমরাজকে)। তখন ইন্দ্র তাঁকে বললেন – দেখে বাপু তুমি তো সারাজীবন শুধু সোনাদানা মানে ধনরত্ন বলিয়েছে, পতি পুরুষকে জল দাওনি, তাই তোমার জন্মে এই ব্যবস্থা। তখন মহাবীর কর্ণ বললেন – “এতে আমার কি দোষ? আমি তো আমার প্রকৃত পতি পুরুষের কথা জানতে পারলাম এই সদিন। এর আগে তো অধিথকই নিজের পতি বলে জানতাম। যুদ্ধ শুরুর আগেরদিন রাত্রে মাতা কুন্তী এসে বললেন আমিনাকি তাঁর ছলে, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাই বললেন। পরবর্ত্তী কালে যুদ্ধে নিজেরে ভাইয়ের হাতেই মরতে হল, পতি তর্পণের আর সুযোগ বা সময় পেলোম কি? ইন্দ্র বুজতে পারলেন এতে কর্ণের কোন দোষ নই। তাই তিনি কর্ণকে পনেরো দিনের জন্মে মর্ত্ত্যলোকে ফিরে জাবার অনুমতি দিলেন আর বললেন এই এক পক্ষকাল তিনি যেন মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান করে পতি পুরুষকে জল দেন, এতেই তাঁর পাপস্খালন হবে। যে পক্ষকাল কর্ণ মর্ত্ত্যে এসে পতিপুরুষকে জল দিলেন সেই পক্ষটি পরিচিতি হল পতিপক্ষ নামে। সূর্য কন্যারাশিতে প্রবশে করলে পতিপক্ষের সূচনা হয়। হিন্দু মতে, এই সময় আমাদের স্বর্গত পতিপুরুষগণ স্বর্গলোক ছেড়ে নমে আসেন মর্ত্ত্যলোকে, এই সময় প্রথম পক্ষেই হিন্দুদের পতিতর্পণ করতে হয়। মহালয়া পক্ষের পনেরোটি তিথিরি নাম হল প্রতপিদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও অমাবস্য।